শ্রী রামকৃষ্ণের মহাতীর্থ পেনেটী বা পানিহাটি দর্শন

ডঃ শেখর শেঠ

শনিবার, ১৩ই জুন, ১৮৮৫, জ্যৈষ্ঠ শুক্লা প্রতিপাদ, জ্যৈষ্ঠ মাসের সংক্রান্তি। বেলা তিনটে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রী রামকৃষ্ণ খাওয়া-দাওয়ার পর ছোট খাটটিতে একটু বিশ্রাম রত।

"পণ্ডিতজী মেঝের উপরে মাদুরে বসিয়া আছেন।....। মাষ্টার আসিয়া প্রণাম করিলেন। সঙ্গে দ্বিজ ইত্যাদি। অখিলবাবুর প্রতিবেশীও বসিয়া আছেন।...."

গলার অসুখের এই প্রথম সূত্রপাত....

ঠাকুর দ্বিজর সহিত কথা কহিতেছেন। দ্বিজর বয়স ১৫/১৬। দ্বিজ প্রায় মাষ্টারের সঙ্গে আসেন। ঠাকুর তাঁহাকে স্নেহ করেন....

শ্রী রামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)। একে (দ্বিজ) পূর্ণের সঙ্গে দেখা করিয়ে দিও।

মাষ্টার-যে আজ্ঞা। (দ্বিজর প্রতি) পেনেটীতে যেও।

শ্রী রামকৃষ্ণ - হাঁ, তাই সব্বাইকে বলছি, একে পাঠিয়ে দিও; ওকে পাঠিয়ে দিও। (মাষ্টারের প্রতি) তুমি যাবে না?

ঠাকুর পেনেটীর মহোৎসবে যাইবেন। তাই ভক্তদের সেখানে যাবার কথা বলিতেছেন।

মাষ্টার-আজ্ঞা, ইচ্ছা আছে।

শ্রী রামকৃষ্ণ-বড় নৌকো হবে, টলটল করবে না। গিরিশ ঘোষ যাবে না?।। শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ কথামৃতের উপরিউক্ত বর্ণনায় শ্রী রামকৃষ্ণের পেনেটী বা পানিহাটি দর্শনের আকুলতার প্রকাশ।

১২ দিন পরে এল ২৫ শে জুন, ১৮৮৫। শ্রী রামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর থেকে গঙ্গায় নৌকায় করে যাত্রা করলেন পানিহাটি গ্রামের উদ্দ্যেশে। গন্তব্য মহোৎসবতলা। ভক্ত রামচন্দ্র দত্তের নেতৃত্বে দুটি নৌকায় ২৫ জন ভক্ত সঙ্গে সাথী। ঠাকুরের পরনে গৈরিক গরদ।

গোলপার্ক রামকৃষ্ণ মিশন ইনষ্টিটিউট অফ কালচার-এর পূর্ব কর্মাধ্যক্ষ স্বামী প্রভানন্দের বর্ণনায়-"নৌকাগুলি পেনেটী মহোৎসবতলায় পৌছায় বেলা বারোটা নাগাদ। নদীর ধারে আশেপাশে সবুজের সারি। আম জাম নিম কদম্ব ছড়িয়ে রয়েছে। আকাশে মেঘ। কখনো ঝিরি ঝিরি বৃষ্টি হচ্ছে। পথে কাদা। পুরানো বটগাছতলায় প্রচুর লোক সমাগম হয়েছিল। এখানে সেখানে ভক্তগণ সঙ্কীর্তন করছেন। কিন্তু এ সকলের মধ্যেও একটা অপূর্ণতার ভাব পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল।"

শ্রী রামকৃষ্ণের এই আসার মূল উদ্দেশ্য ছিল "ইয়ং বেঙ্গল" কে এই চিঁড়া উৎসবের রসাস্বাদন করানো ও মহিমা প্রদর্শন। শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গে ঐ দিনের সঙ্গী স্বামী সারদানন্দ লিখেছেন—

"ঠাকুর ইতিপূর্বে পানিহাটির মহোৎসবে অনেকবার যোগদান করিয়াছিলেন বলিয়া আমরা অন্যত্র উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু তাঁহার ইংরাজি শিক্ষিত ভক্তগণের আগমনের কাল হইতে নানা কারণে তিনি কয়েক বৎসর উহা করতে পারেন নাই। নিজ ভক্তগণের সহিত ঐ উৎসব দর্শনে যাইতে তিনি এই বৎসর অভিলাষ প্রকাশ-পূর্ব্বক আমাদিগকে বলিলেন,"সেখানে ঐ দিন আনন্দের মেলা, হরিনামের হাট বাজার বসে-তোরা সব 'ইয়ং বেঙ্গল', কখন ঐরূপ দেখিস্ নাই, চল্ দেখিয়া আসিবি।"

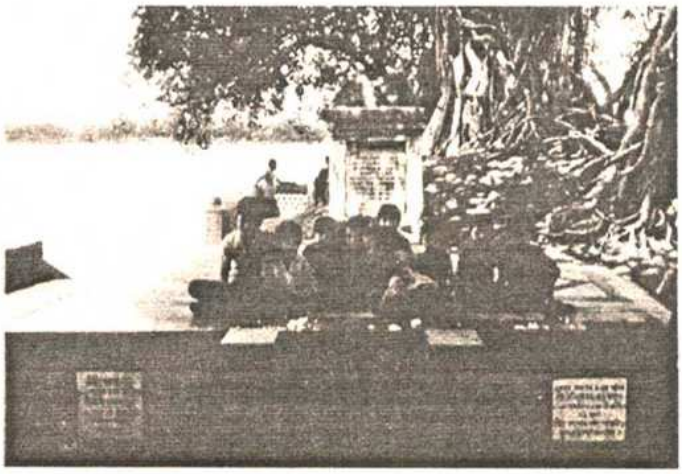

পুরোনো দিনের মহোৎসবতলা

শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ—পুঁথিকার শ্রদ্ধেয় অক্ষয় কুমার সেনের ছন্দময় বর্ণনায় শ্রী রামকৃষ্ণ দেবের পানিহাটি বা পেনেটী মহোৎসবের প্রতি আকর্ষণ এবং আগমন কাহিনী আজও শিহরণ জাগায়।

পেনেটীর মহোৎসবে আগমন

পানিহাটি নামে গ্রাম আছে গঙ্গাতীরে।
মহোৎসব হয় তথা বৎসরে বৎসরে।।
প্রভুর আনন্দ বড় পানিহাটি যেতে।
জলপথে তরী যোগে ভক্তগণ-সাথে।।
বার বার শ্রীপ্রভুর তথা আগমন।
হরিভক্ত কত শত চিনে বিলক্ষণ।।

নৌকাযোগে শ্রী রামকৃষ্ণ দেবের পানিহাটির গঙ্গার তীরের কাছে আসার এবং পদার্পণের অবিস্মরণীয় মুহূর্ত শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ-পুঁথিকারের বর্ণনায় এই রূপ পাওয়া যায়—

তরীযোগে জলপথে গঙ্গার উপর।
কি ভাবে চলেন প্রভু শুনহ খবর।।
অগণ্য কীর্তনদল গায় দলে দলে।
মহা উৎসবের দিনে বটবৃক্ষমূলে।।
শ্রবণ-বধির বোল না পারি কহিতে।

পশিল প্রভুর কানে বহুদূর হ'তে।।
অতুল আনন্দ তাঁর উঠে হৃদমাঝে।
যতই শুনেন খোল করতাল বাজে।।
বিভোরাঙ্গ প্রভুদেব ভাবের আবেশে।
পুলকাশ্রু ঘন ঘন বদনে বিকাশে।।
যখন যে ভাব হয় প্রভুর অন্তরে।
সলক্ষণে ফুটে উঠে বদন-মুকুরে।।
দিনেশকিরণে যেন সকল বরণ।
নানাভাবময় তেন প্রভু ভাবময়।।
সাধ্য কার ব'লে উঠে ভাবের চেহারা।
যত সন্নিকট স্থানে তত বাহ্যহারা।।
তীরেতে সংলগ্ন তরী হৈল যেই কালে।
লম্ফদানে প্রভুদেব উঠিলেন কূলে।।
ভাবরূপে মহাশক্তি খেলে অঙ্গময়।
কথায় আঁকিয়া ছবি দেখাবার নয়।।
তীরগতি পশিলেন কীর্তনের দলে।
গরজে কীর্তনদল হরি হরি ব'লে।।
গায়ক বাদক যত ছিল সংকীর্তনে।
দেখিয়া প্রভুর নৃত্য নাচে তাঁর সনে।।
অপূর্ব প্রভুর নৃত্য নৃত্যের মাধুরী।।
দেখিলে কি ভাব হয় কহিতে না পারি।।

শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ পুঁথি এবং তাঁর লেখক শ্রী অক্ষয় কুমার সেন সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন—"তাঁর কণ্ঠে তিনি আবির্ভাব হচ্ছেন, ...একটাও আবোল-তাবোল তো লিখে নাই। আমি তাঁর পুঁথি পড়ে যে কি আনন্দ পেয়েছি তা আর কি বলব।"

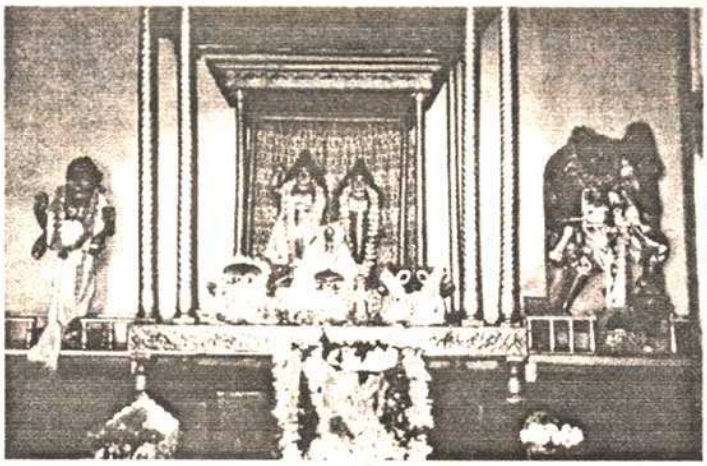

মণি সেনের ঠাকুরবাড়ীর রাধা-কৃষ্ণের যুগল মূর্তি

শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ঘাটে নেমে ভক্তদের নিয়ে সোজা গিয়ে ওঠেন মণি সেনের বাড়িতে। বাড়ির লোকজন তাঁকে অভ্যর্থনা করে বৈঠকখানায় নিয়ে গিয়ে বসান। ইংরেজী কায়দায় সাজানো বৈঠকখানা। দশ-পনেরো মিনিট বিশ্রাম করে ঠাকুর তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে রাধাকৃষ্ণ দর্শন করবার জন্য এগিয়ে যান। বৈঠকখানার পাশেই ঠাকুরবাড়ি। মনোহর যুগল মূর্তি দর্শন করে শ্রীরামকৃষ্ণ অর্ধবাহ্যদশায় প্রণাম করেন। মন্দিরের সামনে চকমিলান-প্রশস্ত উঠান। ঠাকুরের শরীর অসুস্থ থাকায়, সকলে তাঁকে নৃত্য-উল্লাসে বাধা দিচ্ছিলেন। কিন্তু তারই মধ্যে ঠাকুর সকলের চোখকে ফাঁকি দিয়ে কীর্তন দলের মধ্যে সহসা বিলীন হয়ে যান। এরও উল্লেখ আমরা পাই শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গে। "কিন্তু পরক্ষণেই দেখা গেল, ঠাকুর কেমন করিয়া তাহারা বুঝিবার পূর্ব্বে চক্ষের নিমেষে তাহাদিগের মধ্যে হইতে নিস্ক্রান্ত হইয়া এক লম্ফে কীর্তনদলের মধ্যভাগে সহসা অবতীর্ণ হইয়াছেন এবং ভাবাবেশে তাঁহার বাহ্যসংজ্ঞার লোপ হইয়াছে। ভক্তগণ তখন শশব্যস্তে নাটমন্দির হইতে নামিয়া, তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইল। এবং তিনি অর্ধবাহ্যদশা লাভপূর্ব্বক সিংহ বিক্রমে নৃত্য করিতে এবং কখন সংজ্ঞা হারাইয়া স্থির হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। ভাবাবেশে নৃত্য করিতে করিতে যখন তিনি দ্রুতপদে তালে তালে কখন অগ্রসর এবং কখন পশ্চাতে পিছাইয়া আসিতে লাগিলেন, তখন মনে হইতে লাগিল তিনি যেন 'সুখময় সায়রে' মীনের ন্যায় মহানন্দে সন্তরণ ও ছুটাছুটি করিতেছেন। প্রতি অঙ্গের গতি ও চালনাতে ঐ ভাব পরিস্ফুট হইয়া তাঁহাতে যে অদৃষ্টপূর্ব্ব কোমলতা ও মাধুর্য্য মিশ্রিত উদ্দাম উল্লাসময় শক্তির প্রকাশ উপস্থিত করিল, তাহা বর্ণনা করা অসম্ভব।"

শ্রী রামকৃষ্ণ যখন নৃত্য করতেন তখন সকল আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু থাকতেন স্বয়ং তিনি। গোলপার্ক রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী প্রভানন্দ তাঁর "অমৃতরূপ শ্রী রামকৃষ্ণ" গ্রন্থে এই নৃত্যের বর্ণনায় বলেছেন এইভাবে নৃত্যরত ভাবোদ্দীপ্ত ঠাকুরকে দেখে মনে হচ্ছিল "অগ্নিশিখা পরিব্যাপ্ত"। মনে হচ্ছিল গৈরিকোজ্বল শ্রী গৌরাঙ্গ পুনরাবির্ভূত। ভক্তপ্রবর রামচন্দ্র দত্ত লিখেছেন—"আমরা অনেক সঙ্কীর্তন ও প্রেমের ভক্তি দেখিয়াছি, কিন্তু পরমহংস দেবের নৃত্য ও সঙ্কীর্তনের ভাব এক চৈতন্যদেব ব্যতীত আর কাহারও সহিত তুলনা হইতে পারে না"

"পানিহাটির মণি সেন ছিলেন শ্রী রামকৃষ্ণের পরম ভক্ত। তিনি ছিলেন "লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন"-এই প্রচলিত প্রবাদবাক্যের প্রবাদপুরুষ দানবীর গৌরী সেনের অন্যতম বংশধর। তাঁর পূর্বপুরুষ গুরুচরণ সেন তাঁর গুরুর আদেশে মহোৎসব তলার পাশে গঙ্গা স্নানের ঘাট প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এছাড়া এর কাছেই এক দেবালয় প্রতিষ্ঠা করেন। এই দেবালয়ে গৌর-নিতাই, রাধা-কৃষ্ণ ও রেবতী-বলরামের মূর্তি রয়েছে। এছাড়া আছে নারায়ণ শিলা, মঙ্গল চন্ডী ইত্যাদি। এই দেবালয়ের মাথায় শোভা পাচ্ছে "ওঁ অমৃততীর্থ / সর্ব ধর্মে এক ভগবান"।

পানিহাটি রাঘব ভবনের পাট বাড়ি

মণি সেনের বাড়ি থেকে ভক্তগণ তাঁকে নিয়ে রাঘবের পাটের দিকে অগ্রসর হন। কীর্তনদল মহা উৎসাহে নাম গান করতে করতে শ্রী রামকৃষ্ণকে অনুসরণ করে। তারা গাইতে থাকে—"সুরধুনী তীরে হরি বলে কে রে, বুঝি প্রেমদাতা নিতাই এসেছে।" উপস্থিত সকলের মনে হয়, প্রেমদাতা নিতাই স্বয়ং প্রেম বিতরণ করছেন। কয়েক পা এগিয়ে শ্রী রামকৃষ্ণ গভীর ভাবস্থ হয়ে পড়েন। ভাব থেকে অবরোহণ করে দু-চার পা হাঁটেন আবার ভাবস্থ হন। জনসাধারণ চারিদিক থেকে ছুটে আসেন। অন্যান্য কীর্তনদলও এসে জুটে। বিরাট এক জনস্রোত ভাবোন্মত্ত ঠাকুরকে সম্মুখে রেখে অগ্রসর

হতে থাকে। আকাশে মেঘ, মাঝে মাঝে ঝিরঝিরে বৃষ্টি হচ্ছিল, পথে কোথাও কোথাও জল জমে উঠেছিল। ভক্তগণ দেখেন ভাবোদ্দীপ্ত শ্রী রামকৃষ্ণ-বপুতে আশ্চর্য পরিবর্তন। প্রত্যক্ষদর্শী সেবক শরৎ (স্বামী সারদানন্দ) লিখেছেনঃ "তাঁহার (ঠাকুরের) উন্নত বপু প্রতিদিন যেমন দেখিয়াছি তদপেক্ষা অনেক দীর্ঘ এবং স্বপ্নদৃষ্ট শরীরের ন্যায় লঘু বলিয়া প্রতীত হইতেছিল, শ্যামবর্ণ উজ্জ্বল হইয়া গৌরবর্ণে পরিণত হইয়াছিল; ভাবপ্রদীপ্ত মুখমন্ডল অপূর্ব জ্যোতি বিকীর্ণ করিয়া চতুষ্পার্শ্ব আলোকিত করিয়াছিল এবং মহিমা, করুণা, শান্তি ও আনন্দপূর্ণ মুখের সেই অনুপম হাসি দৃষ্টিপথে পতিত হইবামাত্র মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় জনসাধারণকে কিছুক্ষণের জন্য সকল কথা ভুলাইয়া তাঁহার পদানুসরণ করাইয়াছিল"।

নাট্যাচার্য্য গিরিশিচন্দ্র এধরনের অলোকিক অভিজ্ঞতার সাক্ষী হয়েছেন। যার বর্ণনা আমরা পাই স্বামী প্রভানন্দের লেখা "অমৃতরূপ শ্রীরামকৃষ্ণ" থেকে। তাঁর কথায়—

"তাঁহার (ঠাকুরের) যে কি বর্ণ তাহা এত দেখিয়াও স্থির করিতে পারি নাই! নানাসময়ে নানা বর্ণ দেখিয়াছি। পেনেটীর পাটে অনেক বর্ণ দেখিয়াছি।"

ঠাকুর সেই সময় ভাবের ঘোরে এতটাই বিভোর ছিলেন যে সেই স্থান হইতে রাঘবের পাট পর্যন্ত যেতেই তিন ঘন্টা সময় অতিবাহিত হয়। শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ পুঁথির বর্ণনায়—

"হেথা রাঘবের পাটে পথে যেতে যেতে ভাব উঠে"
হেন ভাব কখনও না শুনি।
তাকায় আকাশ পানে, দক্ষিণ পূরব কোণে,
বাহ্যজ্ঞানহীন গুণমণি
কোথায় ধাইব চেঁঠা স্পন্দনহীন অঙ্গগোটা
জড়বৎ অচল শরীর।"

সেখানে মন্দিরে ঢুকে ঠাকুর বিগ্রহ দর্শন ও স্পর্শ করেন। প্রায় আধ ঘন্টা বিশ্রাম করেন। সমবেত জনতা ইতস্তত ছড়িয়ে পড়ে। সে-সময়ে ভক্তগণ ঠাকুরকে অতি সাবধানে নৌকায় নিয়ে আসেন। কোন্নগরের প্রবীণ ভক্ত নবচৈতন্য মিত্র উন্মত্তের মতো ছুটে এসে নৌকার উপরে শ্রী রামকৃষ্ণের পায়ে আছড়ে পড়েন। 'কৃপা করুন' বলে তিনি প্রাণের আবেগে কাঁদতে থাকেন। ঠাকুর ভাবাবেশে তাঁকে স্পর্শ করতেই নবচৈতন্য অসীম উল্লাসে ফেটে পড়েন। নৌকার উপর নৃত্য করতে থাকেন, স্তবস্তুতি করে ঠাকুরকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করেন। ঠাকুর তাঁর পিঠে হাত বুলিয়ে দিতেই আবার তিনি শান্ত হন। নবচৈতন্য বিদায় নিলে শ্রী রামকৃষ্ণের নৌকা যাত্রা করে দক্ষিণেশ্বর অভিমুখে। দেখা গেল সূর্যদেব পাটে নামছেন। মেঘের আস্তরণ লালচে থেকে বেগুনী, বেগুনী ছেড়ে কালচে রং ধারণ করে। নেমে আসে রঙ্গ মঞ্চের পাটাবরণ।

ঐ দিনের প্রত্যক্ষদর্শী স্বামী অভেদানন্দের বর্ণনাঃ পরমহংসদেব প্রতি বৎসর পানিহাটির মহোৎসবে যাইতেন... পানিহাটি মহোৎসব উপস্থিত হইয়া পরমহংসদেব সঙ্গীর্তনে মাতিয়া মুহুর্মুহুঃ ভাব-সমাধিতে মগ্ন হইতে লাগিলেন। মাঝে মাঝে ভাবে নৃত্য করিতেছেন। তাহা এক অপরূপ দৃশ্য।

শ্রী রামকৃষ্ণ দেবের সঙ্গে বিভিন্ন সময়ে আরও অনেক মহাপুরুষ এই পানিহাটি-তে এসেছিলেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন—নাট্যাচার্য্য গিরীশ ঘোষ, স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী বিবেকানন্দ, শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ কথামৃতকার শ্রীম (শ্রী মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত), স্বামী অভেদানন্দ, স্বামী সারদানন্দ, স্বামী অদ্ভুতানন্দ প্রমুখ।

শ্রী রামকৃষ্ণ কথামৃতে চতুর্থ ভাগে ষষ্ঠ খণ্ডের বর্ণনায় ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে ১৮ই জুন রয়েছে "ঠাকুর শ্রী রামকৃষ্ণ পেনেটীর মহোৎসব ক্ষেত্রে রাখাল, রাম, মাষ্টার, ভবনাথ প্রভৃতি ভক্ত সঙ্গে"। "ঠাকুর প্রতি বৎসরই প্রায় আসেন, আজও রাম প্রভৃতি ভক্ত সঙ্গে আসিবার কথা ছিল। রাম সকালে কলিকাতা হইতে মাষ্টারের সহিত দক্ষিণেশ্বরে আসিয়াছিলেন। সেইখানে আসিয়া ঠাকুরকে দর্শন ও প্রণামান্তর উত্তরের বারান্দায় আসিয়া প্রসাদ পাইলেন। রাম কলিকাতা হইতে যে গাড়ীতে আসিয়াছিলেন, সেই গাড়ী করিয়া ঠাকুরকে পেনেটীতে আনা হইল। সেই গাড়ীতে রাখাল, মাষ্টার, রাম, ভবনাথ, আরও দু-একটি ভক্ত-তাহার মধ্যে একজন ছাদে বসিয়াছিলেন"। প্রায় পাঁচ পৃষ্ঠা বিবরণে রয়েছে পানিহাটিতে শ্রী রামকৃষ্ণের চিড়ার মেলায় অমৃতময় ভাবলীলার প্রকাশ।

ঐ দিনের ঘটনার স্বামী অদ্ভুতানন্দের স্মৃতিচারণ "সেই বৎসর হামি ঠাকুরের সঙ্গে প্রথম পেনেটীর মহোৎসবে যাই। হামি, রাখাল, ভবনাথ সব রামবাবুর গাড়িতে যাই। আরো আরো ভক্ত গিয়েছিলেন। সেখানে তোমাদের নবদ্বীপ গোঁসাইকে দেখি। তাঁর সাথে ঠাকুর কীর্তন করতে লাগলেন। সেবার ঠাকুরের ভাবসমাধি দেখে আমাদেরও ডর লেগেছিল। তাঁর শ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, মুখ চোখ বুক সব একদম লাল হয়েছিল, হাতের চেটো পর্যন্ত লাল হয়ে গেলো। ওনার এমন ভাব দেখে সবাই তাঁর পায়ের ধূলার জন্য কাড়াকাড়ি লাগিয়ে দিল, বাকী হামাদের বড় মুশকিল হলো। ঠাকুরকে সবাই ছুঁতে চায়, হামরা তাঁদের ছুঁতে বারণ করি; কেউ শুনে না। এই নিয়ে বহুৎ গন্ডগোল লেগে গেলো। রামবাবু বললেন, "ওরে লেটো! ছেড়ে দে, লোকেরা সব ওনাকে ছুঁয়ে ধন্য হোক"। বাকী রামবাবুর কথা হামি শুনতে পারলুম না। হামি তো দেখেছি যে, সমাধির সময় তাঁকে কেউ ছুঁলে তাঁর কেমন কষ্ট হতো। রামবাবু হামায় বারে বারে একথা বললেন। হামি, রাখালভাই আর ভবনাথভাই তিন জনে মিলে ঠাকুরকে সেখান হোতে বাহিরের বৈঠকখানায় নিয়ে গেলুম। বাকী লোকেরা কি শোনে? ওনাকে যখন নিয়ে যাচ্ছি, তখনো তাঁর পায়ে হাত দেবার চেষ্টা করছে। শেষে রামবাবু করলেন কি জানো? একমুঠো ধূলো ঠাকুরের পায়ে ছুঁইয়ে নিয়ে সকলকে দিতে লাগলেন। তবে তাঁকে বাহিরে আনতে পারি।"

এই চিঁড়া-দহি উৎসব বা দন্ডমহোৎসবের এর সঙ্গে জড়িয়ে আছেন মহাপ্রভু শ্রী চৈতন্য-নিত্যানন্দ ও রঘুনাথ দাস। এই দন্ডমহোৎসবের সূচনা হয়েছিল আজ থেকে প্রায় ৫০০ বছরেরও আগে এই পানিহাটিতে।

"পাটিহাটি সম গ্রাম নাহি গঙ্গীতীর
বড় বড় সমাজ সব, পতাকা মন্দিরে।"

পানিহাটি আর খড়দহ ভাগীরথির তীরবর্তী পাশাপাশি দুইটি প্রাচীন গ্রাম। পানিহাটি তখন দেব দেউলে পরিপূর্ণ রীতিমত একটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম রূপে পরিচিত ছিল। জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল' ব্যতীত ১৪৭৩ খৃষ্টাব্দে রচিত বৃন্দাবন দাসের "শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত"-এ এবং ১৬১৫ খৃষ্টাব্দে রচিত কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত'-এ পানিহাটির বিশেষ উল্লেখ আছে। কথিত আছে রাঘব পণ্ডিতের বসবাসের বহুকাল আগে থেকেই এটি একটি বাণিজ্য প্রধান স্থান রূপে পরিচিত ছিল। তখন নাম ছিল 'পণ্যহাটী' (Emporium of Merchandise), অপভ্রংশে পানিহাটি হয়েছে বলে অনুমান করা হয়। বৈষ্ণবতীর্থ হিসেবে এর পরিচিতি মূলতঃ রাঘব পণ্ডিতের জন্যই। শ্রী চৈতন্যদেবের দুই অন্তরঙ্গ পার্ষদ রাঘব পণ্ডিত আর নিত্যানন্দ। প্রথম জনের বাস পানিহাটিতে, দ্বিতীয় জনের বাস খড়দহে। তাই পানিহাটি রাঘব পণ্ডিতের শ্রীপাট ও খড়দহ নিত্যানন্দের শ্রীপাটরূপে বৈষ্ণব জগতে মর্যাদা লাভ করিয়াছে। বিশেষ করে গঙ্গার পূর্ব তীরবর্তী পানিহাটি শ্রীচৈতন্যদেব ও শ্রীনিত্যানন্দের পদধূলির ধর্ম ও

সমন্বয় সংস্কৃতির পিঠ স্থান হিসেবে বৈষ্ণব সমাজে অতি পবিত্র স্থান।

অবতার পুরুষের অনন্য মিলন ক্ষেত্র পেনেটির মহোৎসবতলা

প্রভু নিত্যানন্দ রাঘব ভবনে বাস করেছিলেন তিন মাস। নৃত্য ও নাম সংকীর্তনে সেই স্থান যেন হয়ে উঠেছিল দ্বিতীয় নবদ্বীপ—

"এইরূপে পানিহাটি গ্রামে তিনমাস।
নিত্যানন্দ প্রভু করে ভক্তির বিলাস।।
তিন মাস কারো বাহ্য নাহিত শরীরে।
দেহধর্ম তিলার্ধের কারো নাহি স্ফুরে।।
তিন মাস কেহ নাহি করিল আহার।
সবে প্রেম সুখে নৃত্য বই নাহি আর।।"

মহাপ্রভু শ্রী চৈতন্য চার স্থানে সর্ব্বদাই বিরাজমান—সেই চারের এক ঠাঁই রাঘব ভবন

"শচীর মন্দিরে আর নিত্যানন্দ নর্ত্তনে।
শ্রীবাস কীর্ত্তনে আর রাঘব ভবনে।।
এই চারি ঠাঞি প্রভুর সদা আবির্ভাব।"

শ্রী রামকৃষ্ণ পেনেটীর মহোৎসবে সর্বপ্রথম যোগদান করেছিলেন ১১ই আষাঢ় বৃহস্পতিবার ১২৬৫, ২৪ শে জুন ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দ। সম্ভবত নৌকায় চড়ে দক্ষিণেশ্বর থেকে পেনেটী গিয়েছিলেন। এই যাত্রায় তাঁর সঙ্গে ছিলেন ভাগ্নে হৃদয়। ১৮৫৮ থেকে ১৮৮৫ দীর্ঘ ২৭ বছরের প্রায় প্রতি বছর, মাঝে কিছু বছর বাদ দিয়ে, শ্রী রামকৃষ্ণের এই মেলায় যোগদান এক বিশেষ মহিমাময় অধ্যায়।

শ্রী রামকৃষ্ণের বারে বারে পানিহাটির বৈষ্ণব তীর্থে শ্রী নিত্যানন্দ প্রভুর চিড়ার মেলায় যোগদানের যে আগ্রহ এবং ভাবলীলার প্রকাশ এক কথায় অবিস্মরণীয়। বৈষ্ণব তীর্থ পানিহাটিতে শ্রী গৌরাঙ্গ ও নিত্যানন্দের আকর্ষণে শ্রী রামকৃষ্ণ শুধু নিজে আসেননি অন্যদেরও টেনে এনেছেন। শ্রী রামকৃষ্ণের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার আর একটি নিদর্শন ব্রহ্মচারী অক্ষয় চৈতন্য রচিত ঠাকুর শ্রী রামকৃষ্ণ গ্রন্থের চল্লিশতম অধ্যায়ের বর্ণনায় ফুটে উঠেছে। শ্রীরামপুরের মাহেশে জগন্নাথ বিগ্রহ ও বল্লভপুরে শ্রী শ্রী রাধাবল্লভজীউ দর্শন করে ফেরার পথে, শ্রী রামকৃষ্ণ খড়দহ অতিক্রান্ত করার পর নৌকা যখন পানিহাটির সম্মুখে এল তখন—

করজোড়ে মস্তক নুয়ায়ে ভগবান।
উদ্দেশেতে করিলেন গোউরে প্রণাম।।
তাহা দেখি শ্রীমনোমোহন হাস্য করে।
হাসির কারণ প্রভু পুছিলা তাঁহারে।।
হাসিয়া হাসিয়া ভক্ত কহিলেন তাঁয়।
প্রণাম করিলা যাঁরে সে হেথা কোথায়।।

যেসব সন্নিহিত স্থানে ঠাকুর গিয়াছেন

স্থান মাত্র আছে, বস্তু নাই এইখানে।
ইহাই বিশ্বাস মোর ষোল আনা মনে।।
পুনঃ তাঁরে বলিলেন শ্রীপ্রভু গোসাঁই।
বল তবে কোথা আছে কোথা তিনি নাই।।
প্রত্যুত্তর করিলেন ভকত ধীমান।
সর্বত্র সমানভাবে তাঁর অধিষ্ঠান।।
তাই যদি, প্রভুদেব কহিলেন পরে।
নাই কেন দেবদেবী-মূর্তির ভিতরে।।
সর্বত্র সমান তিনি অতি সত্য কথা।।
কিন্তু যেথা যে মূর্তিতে বহু ভক্তজনা।
ভক্তিভরে করে পূজা সেবা আরাধনা।।
সেইখানে বিশেষিরা তাঁর নিত্য পাট।
উপমায় সেইরূপ পীঠ কালীঘাট।।
ভক্তির মহিমা কথা কিম কব তোমাকে।
তিনি তথা মূর্তিমান ভক্তে যেথা ডাকে।।
তীর্থের মাহাত্ম্য তাই এত পরিমাণে।
জাগরিত রহে তীর্থ ভক্ত-সমাগমে।।
শতবর্ষে যে মূর্তিতে সেবা-আরাধনা।
সেই তীর্থ বিশেষ করিবে বিবেচনা।।

শ্রীরামকৃষ্ণের মননে পানিহাটির প্রতি অন্তরের যোগ উপরের বিভিন্ন ঘটনাক্রমে পরিস্ফুট। কিন্তু সবকিছুর উপরে যেটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য সেটি হল শ্রীরামকৃষ্ণের পানিহাটি কে মহাতীর্থের গরিমা প্রদান যার উল্লেখ আমরা পাই, শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ কথামৃতের দ্বিতীয় ভাগে একাদশ খন্ডে, কথামৃতকার শ্রীম (মাষ্টার বা শ্রী মহেন্দ্র গুপ্ত) এবং শ্রীরামকৃষ্ণের পঞ্চবটীতে কথপকথনে।

"দিনটি ছিল ৯ই ডিসেম্বর ১৮৮৩ বেলা প্রায় দ্বিপ্রহর ঠাকুর পঞ্চবটীর দিকে যাইতেছেন। মাস্টার সঙ্গে আছেন; আর কেহ নাই। ঠাকুর সহাস্যে তাঁহার সহিত নানা কথা কহিতেছেন।

পূর্বকথা-অদ্ভুত মূর্তি দর্শন-বটগাছের ডাল

শ্রী রামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)-দেখ, একদিন দেখি-কালীঘর থেকে পঞ্চবটী পর্যন্ত এক অদ্ভুত মূর্তি। এ তোমার বিশ্বাস হয়?

মাষ্টার অবাক হইয়া রহিলেন।

তিনি পঞ্চবটীর শাখা হইতে ২/১ টি পাতা পকেটে রাখিতেছেন।

শ্রী রামকৃষ্ণ-এই ডাল প'ড়ে গেছে, দেখছ; এর নীচে বসতাম।

মাষ্টার—আমি এর একটি কচি ডাল ভেঙ্গে নিয়ে গেছি -বাড়ীতে রেখে দিয়েছি।

শ্রী রামকৃষ্ণ (সহাস্যে)-কেন?

মাষ্টার-দেখলে আহ্লাদ হয়। সব চুকে গেলে এই স্থান মহাতীর্থ হবে।

শ্রী রামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—কি রকম তীর্থ? কি, পেনেটীর মত?

পেনেটীতে মহা সমারোহ করিয়া রাঘব পণ্ডিতের মহোৎসব হয়। ঠাকুর শ্রী রামকৃষ্ণ প্রায় প্রতি বৎসর এই মহোৎসব দেখিতে গিয়া থাকেন ও সংকীর্তন মধ্যে প্রেমানন্দে নৃত্য করেন, যেন শ্রী গৌরাঙ্গ ভক্তের ডাক শুনিয়া স্থির থাকিতে না পারিয়া, নিজে আসিয়া সংকীর্তন মধ্যে প্রেম মূর্তি দেখাইতেছেন।"

শ্রী রামকৃষ্ণের মননে পেনেটীর এক অনন্য সাধারণ প্রভাবের সাক্ষর উপরের শ্রী রামকৃষ্ণ ও মাষ্টারের কথপকথন। পেনেটী শুধু তীর্থক্ষেত্র নয়—মহাতীর্থ। তাঁর আকাঙ্খায় প্রকাশ পেয়েছে দক্ষিণেশ্বর কি পেনেটীর মত মহাতীর্থ হবে। তিনি ভারতের অনেক বিখ্যাত তীর্থস্থানগুলি ভ্রমণ

করেছেন। বাংলার বা ভারতের অন্য কোন বিখ্যাত তীর্থক্ষেত্রের কথা বললেন না। গঙ্গার তীরে সাধারণ এক বাহ্যিক আঙ্গীকের পেনেটীর আধ্যাত্মিক সম্পদের কথাই কি অবতার পুরুষ শ্রী রামকৃষ্ণের শ্রীমুখ থেকে বর্নিত হল। মহাপুরুষের স্বতপ্রণদিত এই ঘোষণা পেনেটীর এক অনন্য গরিমা। আজ সত্যি দক্ষিণেশ্বর মহাতীর্থ, কিন্তু শ্রী রামকৃষ্ণের "মহাতীর্থ" পানিহাটির এই গৌরবময় ঐতিহ্য ও ইতিহাস বেশীরভাগ মানুষের কাছেই অজানা।

নরহরি চক্রবর্তীর 'ভক্তিরত্নাকর' গ্রন্থে উল্লেখ আছে, পানিহাটি গ্রামে নানা ভাবের প্রকাশ। আর শ্রীরামকৃষ্ণ এতে নিয়ে এসেছিলেন একটি আনন্দময় ও সজীব চিরন্তন আবেদন যার ছায়ায় পানিহাটি তথা পূর্বতন পেনেটী এক মহামিলন তীর্থে পরিণত হয়েছিল। আর এই পরিপ্রেক্ষিতেই বাংলার উনিশ শতকের ইতিহাসে এ এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। সর্বধর্ম স্বরূপ শ্রীরামকৃষ্ণের সাহচর্যে বৈষ্ণবতীর্থ পেনেটী সকল সম্প্রদায়ের একটি পুণ্যতীর্থে পরিণত হয়েছে।

বর্তমান কালের মহোৎসবতলা

পাঁচশো বছরেরও আগে পানিহাটির ঘাটে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব এবং শ্রীনিত্যানন্দ মহাপ্রভু নৌকা থেকে অবতরণ করেছিলেন এবং বটবৃক্ষ মূলে বিশ্রাম নিয়েছিলেন যেখানে চিড়ার মেলা বা দন্ডমহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছিল। মহাপ্রভূ শ্রীচৈতন্যদেব ও শ্রীনিত্যানন্দ এবং শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের স্মৃতিবিজড়িত মহোৎসবতলার সেই অক্ষয় বটবৃক্ষ আজও বর্তমান। একে কেন্দ্র করেই যেন পানিহাটির গঙ্গার তীরে গড়ে উঠেছে আরও অনেক পুণ্যস্থান/দর্শনীয় স্থান—মণি সেনের ঠাকুরবাড়ী, রাঘবভবন, গিরিবালা ঠাকুরবাড়ী, রাসমঞ্চ, মা আনন্দময়ীর আশ্রম, ইসকনের মন্দির, গোবিন্দ হোম, কৈবল্যমঠ, ত্রাণনাথ কালিবাড়ী, সৎসঙ্গ আশ্রম, বারোমন্দির ঘাট, মহেন্দ্রনাথের ঠাকুরবাড়ী, সুখচর সিদ্ধেশ্বরী কালীমন্দির, পাইন ঠাকুরবাড়ী, সুখচর নতুন কালীবাড়ী, কাঠিয়াবাবার আশ্রম, ভবাপাগলার আশ্রম, লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির, শ্যামের মন্দির, টেঁরাকোটার মন্দির, খাদি প্রতিষ্ঠান, নববৃন্দাবন, সাঁইবাবার মন্দির ইত্যাদি। রয়েছে একের পর এক গঙ্গার ঘাট, যা অনেকের মতে বারানসীর সমতূল্য।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার—

১) স্বামী সারদানন্দ-শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলা প্রসঙ্গ-পানিহাটি মহোৎসব।

২) শ্রীম-কথিত-শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত-দ্বিতীয় ভাগ (একাদশ খন্ড) দক্ষিণেশ্বরে ভক্তসঙ্গে, চতুর্থ ভাগ (ষষ্ঠ খন্ড) পেনেটীর মহোৎসবে রাখাল, মাষ্টার প্রভৃতি সঙ্গে।

৩) স্বামী প্রভানন্দ-অমৃতরূপ শ্রীরামকৃষ্ণ-হরিনামের হাটবাজারে শ্রী রামকৃষ্ণ।

৪) ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য-ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ-যেসব সন্নিহিত স্থানে ঠাকুর গিয়াছেন।

৫) অক্ষয়কুমার সেন প্রণীত-শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথি— পেনেটীর মহোৎসবে আগমন...।

৬) স্বামী চেতনানন্দ-শ্রীরামকৃষ্ণকে যেরূপে দেখিয়াছি- স্বামী অদ্ভুতানন্দ, স্বামী অভেদানন্দ।

৭) শ্রীরামকৃষ্ণের ১৭৫তম আবির্ভাবতিথি উপলক্ষে বিশেষ সংখ্যা—স্বামী ঋতানন্দ—বৈষ্ণবতীর্থে শ্রীরামকৃষ্ণ।

৮) শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ—শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

৯) শ্রীশ্রীল বৃন্দাবন দাস—শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত।